345000 - “বনী আদম আমাকে কষ্ট দেয়...” শীর্ষক হাদিস ও “ওহে বান্দারা, নিশ্চয় তোমরা কখনও আমাকে ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না...” শীর্ষক হাদিসের মাঝে সমন্বয়

প্রশ্ন

কিভাবে আমরা হাদিসে কুদসি “ওহে বান্দারা, নিশ্চয় তোমরা কখনও আমাকে ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে আমার ক্ষতি করবে” এবং অন্য হাদিস “বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। আমিই সময়। আমার হাতেই নির্দেশ। আমিই রাতদিনের পরিবর্তন ঘটাই।” এর মাঝে সমন্বয় করতে পারি? আশা করি বিস্তারিত জবাব দিবেন; যাতে করে আমি ভালভাবে বুঝতে পারি এবং ইনশাআল্লাহ্ অন্যকে শিখাতে পারি।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

আবু হুরায়রা (রাঃ) এর হাদিস; তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ‘আল্লাহ্ আয্যা ওয়া জাল্লা বলেন: বনী আদম সময়কে গালি দিয়ে আমাকে কষ্ট দেয়। আমিই সময়। আমার হাতেই নির্দেশ। আমিই রাতদিনের পরিবর্তন ঘটাই।’[সহিহ বুখারী (৪৮২৬) ও সহিহ মুসলিম (২২৪৬)]

এই হাদিস আবু যার (রাঃ) এর হাদিসের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। যাতে এসেছে: নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্ তাআলা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: “...ওহে বান্দারা, নিশ্চয় তোমরা আমার ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে, আমার ক্ষতি করবে এবং তোমরা আমার উপকার করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে, উপকার করবে...’[সহিহ মুসলিম (২৫৭৭)]

সাংঘর্ষিক না হওয়া একাধিক দিক থেকে ফুটে উঠে:

প্রথম দিক:

কষ্টপ্রাপ্তি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াকে অনিবার্য করা এবং কষ্ট ও ক্ষতির মাঝে অবিচ্ছিন্নতা: মানুষের ক্ষেত্রে প্রবল। যে মানুষের প্রকৃতি হচ্ছে দুর্বলতা ও কসুর। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা: তাঁর মত কোন কিছু নেই।

ইবনুল কাইয়্যিমে (রহঃ) বলেন:

“আল্লাহ্‌র কষ্ট মাখলুকরে ক্ষত্রেে অর্জতি কষ্ট শ্রণেীয় নয়। যমেনভাবে তাঁর ক্রোধ, রাগ ও অপছন্দ মাখলুকরে (ক্রোধ, রাগ ও অপছন্দ) শ্রণেীয় নয়”।[আস-সাওয়ায়কে আল-মুরসালা (৪/১৭৫১)]

সুতরাং এটি আল্লাহ্‌র ‘ক্রোধ’ গুণ এর মত। অন্যরে আচরণে মানুষরে মধ্যে যে ক্রোধ জন্মে হতে পারে সটেি মানুষরে ক্ষতি করে; কন্তিু আল্লাহ্‌ তাআলা জানয়িছেনে য,ে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ক্রুদ্ধ করে এটি তাঁর কোন ক্ষতি করে না। যমেনভাবে আল্লাহ্‌ তাআলা কাফরে ও মুরতাদদরে ববিরণ দতিে গয়িে বলনে: “এটা এজন্য য,ে যা আল্লাহ্‌কে ক্রুব্ধ করে তারা সটোর অনুসরণ করছে এবং তাঁর সন্তুষ্টকিে তারা অপছন্দ করছে। তাই তনিি তাদরে কর্মগুলো নষ্ফিল করে দয়িছেনে।’[সূরা মুহাম্মদ; ৪৭:২৮]

তাদরে কুফরি ও মন্দ আমলরে মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌কে ক্রুব্ধ করছে বটে; কন্তিু তারা কখনও আল্লাহ্‌র ক্ষতি করতে পারবে না। যহেতেু আল্লাহ্‌ তাআলা বলছেনে: “নশ্চিয় যারা কুফরি করে ও আল্লাহ্‌র পথ থকেে (মানুষকে) ফরিয়িে রাখে এবং নজিদেরে কাছে সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পরও রাসূলরে বরিোধতিা করে তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না; বরং তনিইি তাদরে কর্মসমূহ নষ্ফিল করে দবেনে।’[সূরা মুহাম্মদ; ৪৭:৩২]

দ্বতিীয় দকি:

“কষ্ট”: কষ্টরে বষিয়টি হালকা; কষ্ট ক্ষতরি পর্যায়ে পৌঁছে না।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইময়িা বলনে:

“খাত্তাবী ও অন্যান্যরা উল্লখে করছেনে য,ে বুৎপত্তগিত দকি থকেে ‘কষ্ট’-এর বষিয়টি হালকা এবং এর অকল্যাণ ও মন্দরে প্রভাব দুর্বল— এ ব্যাপারটি খয়োলে রাখা বাঞ্ছনীয়। তনিি যা বলছেনে বষিয়টি তমেনই। শব্দটরি নানাবধি ব্যবহার সটোই প্রমাণ করে। এর উদাহরণ হচ্ছে আল্লাহ্‌র বাণীত:ে “তারা কষ্ট দয়ো ছাড়া তোমাদরে কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”

এই জন্য আল্লাহ্‌ তাআলা বলছেনে: “নশ্চিয় যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দয়ে।” এবং তাঁর রাসূল তাঁর কাছ থকেে বর্ণনা করছেনে য,ে “বনী আদম সময়কে গালি দয়িে আমাকে কষ্ট দয়ে।” নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: “কাব বনি আশরাফরে জন্য কে আছ? নশ্চিয় সে আল্লাহ্‌ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দয়িছে”। তনিি আরও বলনে: “কষ্টকর কছিু শুনে ধর্যৈ রাখার ক্ষত্রেে আল্লাহ্‌র চয়েে শ্রষ্ঠে ক?ে তারা তাঁর সাথে সমকক্ষ নর্িধারণ কর,ে তাঁর জন্য সন্তান নর্িধারণ কর;ে অথচ তনিি তাদরেকে সুস্থতা দয়িে যাচ্ছনে এবং জীবকিা দয়িে যাচ্ছনে”। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌র পক্ষ থকেে আরও বর্ণনা করনে: “ওহে বান্দারা, নশ্চিয় তোমরা আমার ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না য,ে আমার ক্ষতি করব”ে। আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর কতিাবে বলনে: “যারা কুফররি দকিে ধাবতি হয় তারা যনে আপনাকে দুশ্চন্তিায় না ফলে।ে তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না।”[সূরা আল-ইমরান; ৩:১৭৬]

অতএব তনিি স্পষ্ট করে দয়িছেনে যে, মাখলুক কুফরি করার মাধ্যমে তাঁর ক্ষতি করতে পারবে না; কন্তিু তাঁকে কষ্ট দবি: যখন তারা পরস্থিতি পরবির্তনকারীকে গালি দবি, যখন তারা তাঁর জন্য সন্তান ও শরীক স্থাপন করবে কংিবা তারা তাঁর রাসূল ও মুমনিদরেকে কষ্ট দবি।"[আস-সারমিুল মাসলুল (২/১১৮-১১৯) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলনে:

"কষ্ট ক্ষতকিে অনবিার্য করে না। মানুষ বশ্রিী কছিু শুনে বা দখেে কষ্ট পায়; কন্তিু এর দ্বারা সে ক্ষতগ্রিস্ত হয় না। পয়োঁজ ও রসুনরে দুর্গন্ধে কষ্ট পায়; কন্তিু এর দ্বারা ক্ষতগ্রিস্ত হয় না। এ কারণে আল্লাহ্ তাআলা কুরআনে কষ্ট সাব্যস্ত করছেনে। তনিি বলনে: 'নশ্চিয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দয়ে আল্লাহ্ তাদরেকে দুনয়িা ও আখরিাতে লানত করনে। তনিি তাদরে জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তওি প্রস্তুত করে রখেছেনে।'[সূরা আহযাব; ৩৩:৫৭] হাদসিে কুদসীতে আছ: "বনী আদম সময়কে গালি দয়িে আমাকে কষ্ট দয়ে"। কন্তিু কউে তার ক্ষতি করতে পারাকে তনিি নাকচ করছেনে। তনিি বলনে: "নশ্চিয় তারা কখনও আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না"। হাদসিে কুদসতিে এসছে: "ওহে বান্দারা, নশ্চিয় তোমরা আমার ক্ষতি করার পর্যায়ে পৌঁছতে পারবে না যে, আমার ক্ষতি করবে"।[আল-ক্বওলুল মুফদি (২/২৪১) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল্লাহ্ বনি আকীল (রহঃ) বলনে:

"পক্ষান্তরে হাদসিদ্বয়রে মধ্যে সমন্বয়: আলহামদু লল্লিাহ্; হাদসিদ্বয়রে মধ্যে কোন স্ববরিোধতিা ও বপৈরীত্য নইে। কনেনা কষ্ট ক্ষতরি চয়েে হালকা। তাছাড়া একটি অপরটকিে আবশ্যক করে না। কুরআনে কারীমে কষ্ট সাব্যস্ত হয়ছে।ে যমেনটি আল্লাহ্র বাণীতে এসছে: 'নশ্চিয় যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দয়ে আল্লাহ্ তাদরেকে দুনয়িা ও আখরিাতে লানত করনে।'[সূরা আহযাব; ৩৩:৫৭]

অতএব, আল্লাহ্ তাআলা কষ্ট পান; যমেনটি হাদসিে উদ্ধৃত হয়ছে;ে যদওি বান্দারা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারে না। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেনে: 'যারা কুফররি দকিে ধাবতি হয় তারা যনে আপনাকে দুশ্চন্তিায় না ফলে।ে তারা আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করতে পারবে না।"[সূরা আলে-ইমরান; ৩:১৭৬]

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খোতবাতে বলতনে: 'আর যে ব্যক্তি তাঁদরে উভয়রে (আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলরে) অবাধ্য হবে সে ব্যক্তি নজিরে ক্ষতি ব্যতীত আল্লাহ্র কোন ক্ষতি করবে না"।[ফাতাওয়া ইবনে আকীল (২/২৭৩) থকেে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।